রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও মার্কসবাদ

By

Bijan Chatterjee

Department of Political Science

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

ভূমিকা

- রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে যে সকল মতবাদ গুলি আছে সে গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্ক্সীয় মতবাদ। মার্ক্সীয় তত্ত্ব কেবল রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারন আলোচনা করে না, মার্কসবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বিকাশের ধারাও আলোচনা করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদীগন রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারন, বিকাশ ও প্রকৃতির বাস্তব ভিত্তি এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

ভাববাদের বিরোধীতা

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদ ভাববাদী তত্ত্বের কল্পনাক বিলাসকে পরিহার করেছে। ভাববাদীরা রাষ্ট্রকে বাইরে থেকে আরোপিত কোন সংগঠন রূপে গন্য করেছেন। তাঁরা মুলত ঐশ্বরিক শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। **মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্র সমাজের বাইরে থেকে আরোপিত কোন সংগঠন নয়। রাষ্ট্র হল সমাজ বিকাশের নির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক স্তরের আবশ্যিক ও নিয়ম শাসিত পরিনাম, সমাজের অভ্যন্তরীক বৈপ্লবিক রুপান্তরের ফল। সমাজ বহির্ভূত শক্তি রাষ্ট্রের উদ্ভবে কোন ভূমিকা পালন করেনি।**

হেগেলের রাষ্ট্রদর্শনের কঠোর সমালোচনা করে মার্কস্ এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে রাষ্ট্রের সর্বজনীন চরিত্র এবং সকল ছন্দহীন বা অনৈক্য জর্জরিত উপাদানের সমন্বয় সাধনকারী রূপে রাষ্ট্রের ধারনা বিভ্রান্তিকর। সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রের ধারনা অন্তঃসারশূন্য। রাষ্ট্র একটি বিশেষ স্বার্থকে আড়ালের চেষ্টা করে। '**কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে' মার্কস্ ও এঙ্গেলস্** বক্তব্য রাখলেন, "**আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেনীর সাধারন নিয়মাবলী পরিচালনার কার্যানির্বাহী সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।**"- "The modern state is nothing but the executive committee for managing the common affairs of the whole bourgeaisic." তারা আরোও লিখলেন, "**রাষ্ট্র হল অন্য শ্রেনীকে নিপীড়নের একটি শ্রেনীর সংগঠিত শক্তি মাত্র।**" "The state is marely the organised power of one class over another."

সমাজের অভ্যন্তর থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি

এঙ্গেলস্ তাঁর 'পরিবার ব্যাক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, অনন্তকাল ধরে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। বাইরে থেকে সমাজের উপর রাষ্ট্রকে আরোপ করা হয়নি। পক্ষান্তরে সমাজ বিকাশের একটি স্তরে সমাজের অভ্যন্তর থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রমান কারেছে যে সমাজ একটি সমাধানহীন, আপোশহীন, সামঞ্জস্যহীন বীরোধে জড়িয়ে পড়েছে। তা প্রতিহত করা সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। বীরোধ এবং পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থ সহ বিভিন্ন শ্রেনীর শ্রেনী সংগ্রাম নিয়ন্ত্রনের জন্য সমাজের উপর এমন একটি ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল যার লক্ষ্য হবে বীরোধ দূর করা এবং বীরোধকে নির্দিষ্ট পরিধীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা। -এই ক্ষমতা সমাজ থেকে নিজেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এই ক্ষমতাই হল রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র শ্রেনী শোষনের যন্ত্র

মার্কস্বাদ অনুসারে আদীম সম্যবাদী সমাজে মানুষের মধ্যে কোন শ্রেনী বিভজন ছিল না তথা শোষনও ছিল না। তাই শোষনের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব ছিল না। ব্যাক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সাথে সাথেই সমাজে শ্রেনী ও শ্রেনী শোষনের উদ্ভব হয়। সমাজে যে শ্রেনী উৎপাদনের উপায়ের মালিক হল এবং নিজেকে ক্ষমতাবান বলে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হল তারা নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এবং শোষনকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি ক্ষমতাশালী সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করল। এই ক্ষমতাশালী সংগঠনই হল রাষ্ট্র। **লেনিন** তাই রাষ্ট্রকে **শ্রেনী শোষনের যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন।** 'State and Revolution' গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

"……the state is an organ of class rule, an organ for oppression of one class by another."

শ্রেনী বিভক্ত বিভিন্ন সমাজে শ্রেনী শোষন

সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখা যায় **দাস সমাজে**। ক্রিতদাসদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য এবং দাস মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গড়ে উঠে রাষ্ট্রবাবসথা। **সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়** সামন্তপ্রভু বা ভূ-স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা এবং ভূমিদাসদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য রাষ্ট্র একটি হাতিয়ারে পরিনত হয়। **বুজোয়া সমাজে** বুজোয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তথা শ্রমীক শোষনে সহায়তা করার জন্যই রাষ্ট্রবাবসথা বিরাজ করতে থাকে।মার্কস্বাদীরা মনে করেন বুজোয়াদের রাষ্ট্র আপাত দৃষ্টিতে প্রগতিশীল বলে মনে হলেও এখানে গনতান্ত্রিক নীতির কথা বলা হলেও এই বুজোয়া রাষ্ট্র শ্রমীক-কৃষকদের বশে রাখারই যন্ত্র বিশেষ। সর্ব্বজনীন ভোটাধীকার, গনপরিষদ, সংসদ, বিচারব্যবস্থা সবই লোক দেখানো বিষয়। শোষনকে মসৃন করার উপায় মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-শোষনের অবসান:-

শোষনকে নির্মূল করার জন্য মার্কস্বাদীরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেন। এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করা। এখানে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমীক শ্রেনী মলিক শ্রেনীতে উন্নীত হবে এবং প্রকৃত অর্থে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন এক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে পরশ্রমভোগী শ্রেনী থাকবে না। এভাবে একদিন শ্রেনীর অবলুপ্তি হলে শ্রেনী শোষনের যন্ত্র হিসাবে গড়ে উঠা রাষ্ট্রেরও আর প্রয়োজন থাকবে না। আপনা আপনিই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। লেনিন যাকে "WITHERING AWAY OF THE STATE" বলেছেন। প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদী সমাজ। যে সমাজ পরিচালনার মূল নীতি হবে কাজের বিনিময়ে খাদ্য। যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না NO WORK NO BREAD. মেহনতই হবে জীবন ধারনের আধার।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-শোষনের অবসান

শোষনকে নির্মূল করার জন্য মার্কসবাদীরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেন। এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করা। এখানে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমীক শ্রেনী মলিক শ্রেনীতে উন্নীত হবে এবং প্রকৃত অর্থে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন এক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে পরশ্রমভোগী শ্রেনী থাকবে না। এভাবে একদিন শ্রেনীর অবলুপ্তি হলে শ্রেনী শোষনের যন্ত্র হিসাবে গড়ে উঠা রাষ্ট্রেরও আর প্রয়োজন থাকবে না। আপনা আপনিই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। লেনিন যাকে "withering away of the state" বলেছেন। প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদী সমাজ। যে সমাজ পরিচালনার মূল নীতি হবে কাজের বিনিময়ে খাদ্য। যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না "no work no bread". মেহনতই হবে জীবন ধারনের আধার।

সমালোচনা

১) মার্কস্বাদীরা রাষ্ট্রকে কেবল শোষনের যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন। রাষ্ট্রের জনকল্যানকর ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করেন নি
২) মার্কস্বাদীরা সমাজের বিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সমাজ বিবর্তনে অর্থনীতি ছাড়াও স্নেহ, ভালোবাসা, ধর্ম, ন্যায়নীতি,সংস্কৃতি,মানুষের প্রবৃতি বা রুচিবোধকেও অস্বীকার করা যায় না।
৩) মার্কস্ শ্রেনী সংগ্রামের কথাই বলেছেন। কিন্তু শ্রেনী সমন্বয় ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। আবার কোন সমাজেই উৎপাদন ব্যাবস্থা স্থির হয়ে থাকেনি।
৪) সমাজতন্ত্রের পর সাম্যবাদ আসবে এ ধারনা ভুল প্রমানিত হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পর আবার পুঁজিবাদ ফিরে এসেছে।
৫) হিংসা ও শ্রেনী সংঘর্ষের মাধ্যমে শান্তি, সহযোগীতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন সাম্যবাদী সমাজে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা এতে সন্দেহ আছে।

উপসংহার

মোর্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের বহু বিরুপ সমালোচনা থাকলেও একথা বলা যায় যে মার্কস্ যে ভাবে সমাজের বিবর্তনের ধারাটিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং উদ্‌বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের মাধ্যমে শোষনের প্রকৃত রুপটি উন্মোচন করেছেন তা কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

ধন্যবাদ